সারাংশ

স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গে দুটি মুসলমান প্রধান জেলায় (মালদা-মুর্শিদাবাদ) সংখ্যাগুরু-উদ্বাস্তু সহাবস্থান, ১৯৪৭-৭১।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার অবসানে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে দ্বিজাতিতত্ত্বের অবতারণায় ঘটা বিভাজনের মধ্য দিয়ে। ফলস্বরূপ 'ভারত' ও ভারতের দুই প্রান্তে হাজার মাইলের ব্যবধানে থাকা দুটি খন্ড নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে পাকিস্তান। পুনরায় ১৯৭১ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে পৃথক হয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে বাংলাদেশ নামক এক স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ধর্মের ভিত্তিতে হওয়া এই দেশভাগে সীমানা নির্ধারণ কমিশনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে মালদা ও মুর্শিদাবাদ নামক তৎকালীন বাংলার দুটি মুসলমান প্রধান জেলা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতীয় ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়। দেশভাগ-পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল উদ্বাস্তু সমস্যা। বর্তমান গবেষণার মূল উপজীব্য এই মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় উদ্বাস্তু আগমন প্রসঙ্গ। ভারতীয় ভূখণ্ডে এই দুই জেলার অন্তর্ভুক্তির প্রেক্ষাপট, ১৯৪৭-৭১ এই কালপর্বে এই দুই জেলায় আগত উদ্বাস্তু জনসংখ্যার পরিসংখ্যান, তাদের দেশত্যাগ ও এই দুই জেলাকে বেছে নেওয়ার কারণ, তাদের জীবন সংগ্রাম, আশ্রয়গ্রহন ও বসতিস্থাপন, ত্রাণ ও পুনর্বাসন এবং সর্বোপরি এই দুই জেলায় উদ্বাস্তু আগমনের প্রভাবগুলি বর্তমান গবেষণার বিভিন্ন অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমান গবেষণার সামগ্রিক অনুসন্ধান যে সকল কেন্দ্রীয় প্রশ্নগুলিকে ভিত্তি করে অগ্রসর হয়েছে তা হল, দেশত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে এসে মুসলমান প্রধান জেলা মালদা ও মুর্শিদাবাদকে আবাসস্থল হিসেবে বেছে নেওয়ায় পেছনে তাদের মানসিকতা ও এক্ষেত্রে পূর্ব-পাকিস্তানে থাকাকালীন তাদের সংখ্যালঘু সংকটের উত্তরণ ও সমস্যার সমাধান কতখানি হয়েছিল? সমকালীন বিশ্বে উদ্বাস্তুসমস্যা সংক্রান্ত আলোচনায় বহুলালোচিত সংখ্যালঘু ও অভিবাসী সম্পর্ক যা এই বিশেষ দুই জেলার ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু ও অভিবাসী সম্পর্ক নামক এই নতুন পরিভাষার জন্ম দিয়েছে, সেই সংখ্যাগুরু ও উদ্বাস্তু সম্পর্ক কেমন ছিল? উদ্বাস্তু আগমনে এই দুই জেলার রাজনীতিতে কি কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল, যদি হয়ে থাকে তা কেমন ছিল?

ক্ষেত্র-সমীক্ষা, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ও মহাফেজখানালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত এই গবেষণার প্রাপ্তি; আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও মানসিক বিভিন্ন কারণে তাদের দেশত্যাগ ছিল নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণ ও রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের তাগিদ থেকে যা তাদের নিরাপদ আশ্রয় ও অপেক্ষাকৃত ভালো ভবিষ্যতের খোঁজে বর্তমান অবস্থানে নিয়ে এসেছে। এর সঙ্গে ছিল ফাঁকা জমি, জীবিকা নির্বাহের সুবিধা, ভৌগোলিক নৈকট্য, আত্মীয় পরিচিতি ও পরিচিত পরিবেশ। পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণির উদ্বাস্তুদের ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। এই দুই জেলায় উদ্বাস্তু আগমনের ফলে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা-সংস্কৃতি ইত্যাদি বিভিন্ন পরিসরে বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।